দৈনিক
ইনকিলাব

ঢাবি অশান্ত করার চক্রান্ত চলছে

সামান্য ইস্যুতে উস্কে দেয়া হচ্ছে ভাড়াটে ক্যাডার দিয়ে বিভেদ-মারামারির সৃষ্টি

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে অশান্ত করার চক্রান্ত চলছে। একটি সংঘবদ্ধ চক্র সামান্য ইস্যুতে তাদের ভাড়াটে ক্যাডারদের উস্কে দিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। টাকার বিনিময়ে মূল দলের ভেতরে ভাড়াটেদের দিয়ে 'সংস্কারপন্থী' বানিয়ে প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো হচ্ছে। এতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মতো প্রধান দুটি দলের অঙ্গ সংগঠনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে কথায় কথায় মারামারি, ধাওয়া- পাল্টা ধাওয়া, গোলাগুলীর ঘটনাও ঘটছে। ওই চক্রের নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছেন হেমায়েত উল্লাহ আওরঙ্গ। তার ইশারায় সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের উস্কে দেয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। ইতোপূর্বে ক্যাম্পাসে কর্তব্যরত পলিশ কর্মকর্তারাও বিনা উস্কানিতে বেশ কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, বাইরে থেকে ইন্ধন না দিলে সামান্য ইস্যুতে এসব ঘটনা ঘটতে পারে না। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত বছরের ২০ আগস্ট ক্যাম্পাসে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাথে সামান্য ভুল বোঝাবুঝির ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার মাধ্যমে পুরো দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র হয়েছিল। জ্বালাও পোড়াও ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটানোর জন্য প্রধান দুটি ছাত্র সংগঠনের কিছু ক্যাডারকে ব্যবহার করা হয়েছিল। ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দিয়ে সেই ঘটনার অবসান ঘটনার পর এবার ভিন্ন কৌশলে পুরো ক্যাম্পাসকে অশান্ত করার চক্রান্ত চলছে। কয়েকটি ঘটনা পর্যালোচনা করলে তা স্পষ্ট ধরা পড়ে। গত ৭ ফেব্রুয়ারী বিসিএসসহ সরকারী চাকরিতে বিদ্যমান কোটা প্রথা

ঢাবি অশান্ত করার চক্রান্ত চলছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাতিলের দাবিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছাত্রলীগসহ কয়েকটি বাম সংগঠনের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও ইট পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে ছাত্র মুক্তির আট কর্মীসহ দু'গ্রুপের অন্তত দশজন আহত হয়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা জানায়, এ হামলার অগ্রভাগে ছিল সংস্কারপন্থী' নামধারী কিছু উগ্র ছাত্রনেতা। তারা জানায়, এর আগে আন্দোলনকারীদের উপর এমন নগ্ন হামলার ঘটনা কখনো ঘটেনি।

গত ১৯ মার্চ ক্যাম্পাসে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার মুক্তির দাবীতে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের সমাবেশে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এতে সংগঠনের সহ-সভাপতি লাভলু মোল্লা শিপির ও যুগ্ম সম্পাদক মিজানুর রহমান আহত হন। সমাবেশ শেষে ছাত্রলীগের সংস্কারপন্থী ও একাংশের কয়েক নেতার সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের বাকবিতণ্ডা হয়।

এর আগে ক্যাম্পাসে বিকট শব্দে একটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, ওইদিন ছাত্রলীগের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সামান্য ইস্যুতে বড় ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়।

গত ১৬ মার্চ কবি জসীমউদ্দীন হলে ছাত্রলীগ কর্মীকে সিটে ওঠানোর জের ধরে ২য় বর্ষের কর্মীরা মাস্টার্সের এক ছাত্রকে পিটিয়ে আহত করে। এ ঘটনার জের ধরে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। বিবদমান দু'গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

২১ এপ্রিল সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ নেত্রী সীমা ইসলামকে মারধর করা হয়। পরদিন পত্রিকায় সীমাকে কিল ঘুষি, লাথি মারার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা জানায়, এর আগে বিবদমান দু'গ্রুপের মধ্যে বহু ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ছাত্রীদের উপর এভাবে হামলা চালানোর ঘটনা বিরল।

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষের তিনদিনের মাথায় সর্বশেষ গত ২৩ এপ্রিল আবারও গুলীবর্ষণ ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। ওইদিন দুপুরে চারুকলা ইনস্টিটিউটের সামনে এ হামলায় কেন্দ্রীয় গণশিক্ষা সহসম্পাদক মফিদুল ইসলাম ঢালিসহ তিনজন আহত হয়। ছাত্রলীগের আন্তর্জাতিক সম্পাদক সোহেল রানা মিঠুর নেতৃত্বে এ হামলা হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, ছাত্রলীগ নেত্রী সীমা ইসলামের উপর হামলার প্রতিবাদে দুপুরে চারুকলা ইনস্টিটিউটে মানববন্ধন ও প্রতিবাদী চিত্রাঙ্কনের আয়োজন করে সংস্কারপন্থীরা। এ সময় মিঠুর নেতৃত্বে ১০-১২ জনের একটি গ্রুপ সংস্কারপন্থীদের লক্ষ্য করে গুলী ও হাত বোমা নিক্ষেপ করে এবং বাঁশ, রড নিয়ে হামলা চালায়। এতে কেন্দ্রীয় গণশিক্ষা সম্পাদক মফিদুল ইসলাম ঢালি, বঙ্গবন্ধু হলের জুয়েল এবং জসীমউদ্দীন হলের জীবন আহত হয়। হামলার পর পুলিশ ধাওয়া দিলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। এছাড়া সংস্কারপন্থী ছাত্রলীগের মদদে বিভিন্ন হলে আরও প্রায় ৬/৭টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, এসব ঘটনা ঘটানোর নেপথ্যে কিছু ভাড়াটে ক্যাডারকে ব্যবহার করা হচ্ছে। টাকার বিনিময়ে মূল ধারা বা সংস্কারপন্থী উভয় পক্ষেই ক্যাডারদের সক্রিয় রাখা হয়েছে। সামান্য ইস্যুতে যারা পরিস্থিতি ঘোলাটে করে।

সূত্র জানায়, সাবেক এমপি আওরঙ্গ জের ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি ঘোলাটে করার নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছেন। তার ভাড়াটে ক্যাডাররাই মূলত ছদ্মবেশে সবক'টি ছাত্র সংগঠনে ঢুকে পড়েছে। সব অঘটনের সামনে তাদের দেখা মেলে।

জানা গেছে, ৮০ দশকের শুরুর দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রথম অস্ত্র সরবরাহ করেন আওরঙ্গ। আধিপত্য বিস্তারের জন্য তিনিই প্রথম তার ক্যাডারদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেন বলে কথিত রয়েছে। তার নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে এর আগে বহু গোলাগুলীর ঘটনা ঘটেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মালিবাগ হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যেও তার হাত ছিল। এর অনেক আগে গোয়েন্দা সদস্যকে হত্যার অভিযোগ ছিল আওরঙ্গর বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগে আশ্রয় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বিএনপিতে যোগ দেয়।

সূত্র জানায়, আওরঙ্গ ও তার ক্যাডার বাহিনী ক্যাম্পাস নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের কিছুদিন পর থেকে। এটা আঁচ করতে পেরে গত বছর একটি গোয়েন্দা সংস্থা তাকে আটকও করেছিল। অবশ্য জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে আবার ছেড়ে দেয়া হয় বলে সূত্র দাবী করেছে।